পাক্ষিক

আহমদী

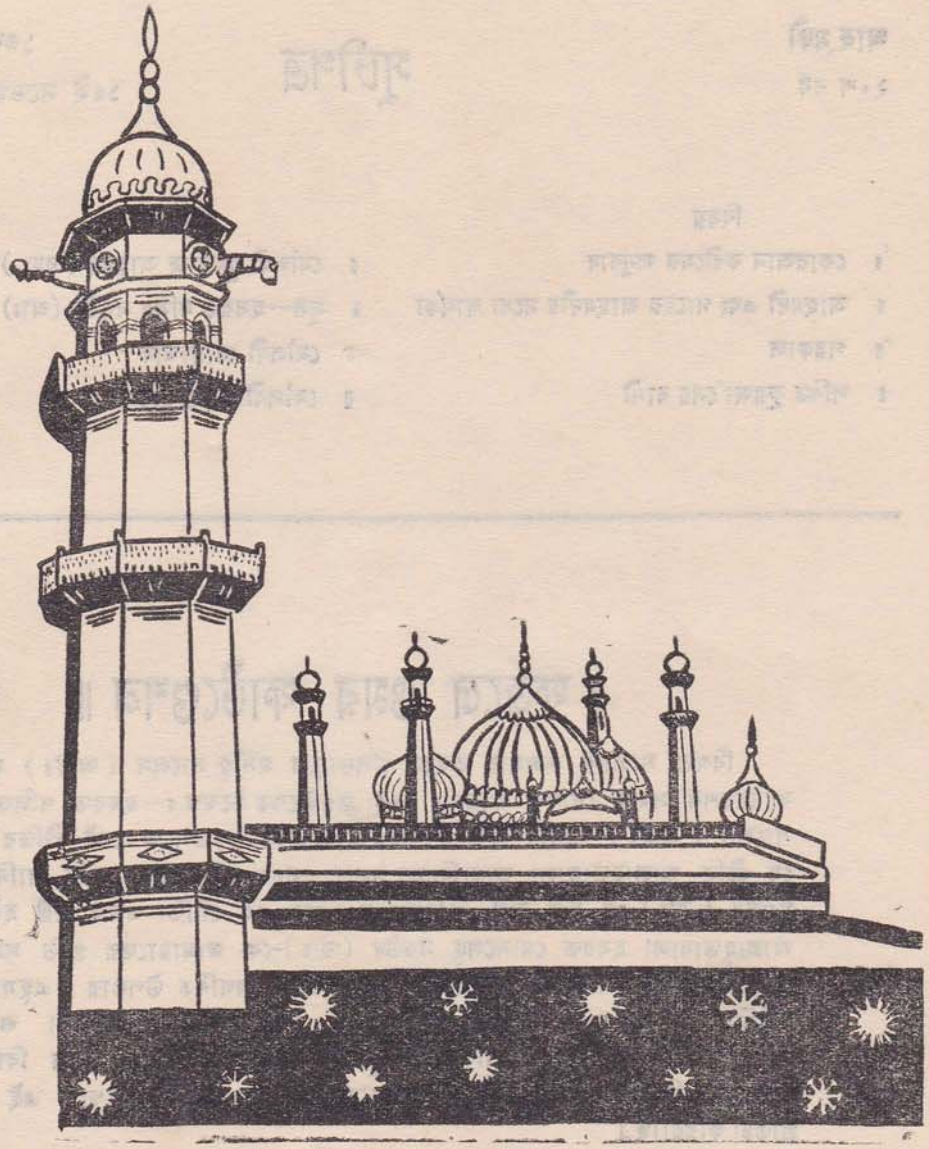

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

১৩শ সংখ্যা
১৫ই নভেম্বর, ১৯৬৬

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২০শ বর্ষ

সূচীপত্র

১৩শ সংখ্যা
১৫ই নভেম্বর, ১৯৬৬ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	॥ ২১৭
॥ আহমদী এবং গায়ের আহমদীর মধ্যে পার্থক্য	॥ মূল—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)	॥ ২১৯
॥ পরকাল	॥ মৌলবী মোহাম্মাদ	॥ ২২৫
॥ পবিত্র কুরআ'নের বানী	॥ মৌলবী মোহাম্মাদ	॥ ২২৮

॥ ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশন ॥

বিগত সালানা জলসায় হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। এই তহরীকের উদ্দেশ্য ঃ—হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) বলেন, "ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন প্রকৃতপক্ষে সেই প্রীতির অভিব্যক্তি, যে প্রীতি আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগের হৃদয়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানি মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-এর জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রীতি এজন্য সৃষ্টি হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-কে জামায়াতের প্রতি সমষ্টিগতভাবে এবং লক্ষ লক্ষ আহ্‌মদীগণের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অগণিত উপকার ও এহ্‌সান করিবার তৌফিক প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব খোদাতায়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এবং যে মহব্বত ঐ পবিত্র মহাপুরুষের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বিদ্যমান সেই মহব্বতের চিহ্নস্বরূপ আমরা ব্যাপকতরভাবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।"

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

و على عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

নব পর্যায় : ২০শ বর্ষ : ১৫ই নভেম্বর : ১৯৬৬ সন : ১৩শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্‌ আ'রাফ

২৫শ রুকু

১৯৭। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই অভিভাবক, যিনি (কোরআন) গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তিনিই পুণ্যবানকে রক্ষা করেন।

১৯৮। এবং তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাহাদের এবাদৎ কর তোমাদিগকে সাহায্য করার তাহাদের কোন সামর্থ নাই; এমন কি

নিজদিগকে সাহায্য করারও তাহাদের কোন সাধ্য নাই।

১৯৯। এবং যদি তোমরা তাহাদিগকে পথ প্রদর্শনের জন্য আহ্বান কর, তাহারা শুনিবে না এবং তুমি দেখিবে মূলতঃ তাহারা দেখিতেছে না।

২০০। (হে মুহাম্মাদ) তুমি ক্ষমা করার নীতি গ্রহণ কর এবং সৎকার্যের জন্য আদেশ দাও এবং মূর্খগণকে পরিহার করিয়া চল।

২০১। এবং যদি শয়তানের পক্ষ হইতে তোমার নিকট কোন প্ররোচনা আসে, তাহা হইলে তুমি আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিও; নিশ্চয় তিনি সম্যক শ্রোতা ও পরম দাতা॥

২০২। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহকে ভয় করে, যখন তাহাদের নিকট শয়তানের কুহক আসে, তাহারা (তাঁহাকে) স্মরণ করে; অমনি তাহারা (ভালমন্দ) দেখিতে পায়।

২০৩। এবং তাহাদের (কাফির) ভাইগণ তাহাদিগকে বিপদে টানিতে থাকে, অতঃপর তাহারা কোন (চেষ্টার) ত্রুটি করে না।

২০৪। এবং যখন তুমি তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আনয়ন করিবে না, তাহারা বলিবে কেন তুমি উহা (নিদর্শন) আহরণ করিলে না? তুমি বল নিশ্চয় আমি শুধু সেই ওহীর অনুগমন করি, যাহা আমার প্রভুর সমীপ হইতে আমার নিকট আসে। উহা তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে সমাগত প্রমাণপুঞ্জ এবং সেই লোকদের জন্য পথ প্রদর্শক ও শুভাশীষ, যাহারা (সমাগত নবীর উপর) বিশ্বাস স্থাপন করে।

২০৫। এবং যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা উহা মনোযোগের সহিত শুনিও এবং নীরব থাকিও, তাহা হইলে তোমাদিগকে অনুগ্রহ করা হইবে।

২০৬। এবং তোমার প্রভুকে প্রভাতে ও সায়াহ্নে বিনীতভাবে ভয়ের সহিত ও অনুচ্চ স্বরে অন্তরে স্মরণ কর এবং উদাসীনদের পর্যায়ভুক্ত হইও না।

২০৭। নিশ্চয় তোমার প্রভুর নিকটবর্তী যাহারা, তাঁহার উপাসনা হইতে অহংকার ভরে বিরত থাকে না, বরং তাহারা তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং তাঁহার নিকট প্রণত থাকে।

(ক্রমশঃ)

★

আহমদী এবং গায়ের-আহমদীর মধ্যে পার্থক্য

মূল—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

অনুবাদ—দৌলত খাঁ খাদিম, এড্‌ভোকেট,

হাইকোর্ট, ঢাকা।

একটি পৃথক জামাত বানানোর কারণ

গতকল্য আমি এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিলাম যে, এই ফেরকা এবং অন্যান্য মোসলমানদের মধ্যে ইহা ছাড়া আর কোন পার্থক্য নাই যে, এই সমস্ত লোক হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুতে বিশ্বাস করে এবং সেই সমস্ত লোক হযরত ঈসা (আঃ) এর মৃত্যুতে বিশ্বাস করে না। অবশিষ্ট সমস্ত আমলী অবস্থা যথা—নামাজ, রোজা, যাকাৎ এবং হজে তাহাই। অতএব চিন্তা করা কর্তব্য—এই কথা ঠিক নহে যে, পৃথিবীতে আমার আগমনের উদ্দেশ্য শুধু হযরত ঈসা (আঃ)-এর জীবিত থাকা সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা। যদি মোসলমানদের মধ্যে শুধু ইহাই একমাত্র ভ্রান্তি হইত, তবে মাত্র এই কারণে একজন লোককে বিশেষভাবে আবির্ভূত করা বা একটি স্বতন্ত্র জামাত প্রতিষ্ঠা করা বা এরূপ হট্টগোল সৃষ্টি করার প্রয়োজন হইত না। এই ভ্রান্তি আসলে আজ দেখা দেয় নাই, বরঞ্চ আমি জানি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর তিরোধানের কিছু দিন পরেই ইহা দেখা দেয় এবং বহু সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি, আউলিয়া এবং খোদার ভক্তদের এই ধারণা হইয়াছিল যে, যদি ইহা এমনই কোন বিষয় হইত, তবে আল্লাহ্‌তা'লা এই যুগেই ইহার অপনোদন করিয়া দিতেন। কিন্তু এই যুগে মোসলমানদের মধ্যে এরূপ অনেক কথা প্রবেশ করিয়াছে যাহার সংশোধন প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

ওফাতে মসিহতে হায়াতে ইসলাম

হ্যাঁ, ইহা নিঃসন্দেহ যে, বর্তমানকালে ঈসার (আঃ) মৃত্যু সমস্যা ইসলামের পুনরুজ্জীবনের জন্য আবশ্যক। অবশ্য আল্লাহ্‌তা'লা সর্বশক্তিমান আর আমাদের বিশ্বাস এই যে, তিনি যাহা চাহেন তাহাই করিতে পারেন। কিন্তু ধর্মের ক্ষতিসাধন করিতে পারে—আল্লাহ্‌তা'লা এরূপ ব্যাপারের ঘোর বিরোধী। ঈসা (আঃ)-এর জীবিত থাকার সমস্যা প্রথমতঃ একটি ভ্রান্তি মাত্র ছিল। কিন্তু আজকাল ইহা একটি অজগর বিশেষ হইয়া পড়িয়াছে। যখন খ্রীষ্টানদের উত্থান হইল এবং তাহারা ঈসা (আঃ)-এর জীবিত থাকাকে তাঁহার খোদা হইবার সপক্ষে এক শক্তিশালী প্রমাণ বলিয়া ধরিল এবং বলিল যে, যদি অপর কোন মানুষ এইরূপ করিতে পারে তবে আদম হইতে আজ পর্যন্ত তার কোন তুলনা দাও। আর যদি প্রকৃতপক্ষে ঈসায়ীগণ যাহা বলে তাহা সত্য হইত যে, ঈসা (আঃ) জীবিত অবস্থায় আকাশে চলিয়া গিয়াছেন এবং আর্‌শের উপর বসিয়া আছেন, তবে ইসলামের জন্য এক শোকের দিন হইত। ইসলাম তৌহীদ (খোদার একত্ব) প্রতিষ্ঠার জন্য আসিয়াছে, কেবল দুর্বলতা অবশিষ্ট থাকুক, ইসলাম ইহা চায় না। খোদাতা'লা এক এবং শরীকহীন। যদি অপর কাহাকে এই বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়, তবে খোদাতা'লার মর্যাদার হানি হয়।

খোদা সর্বশক্তিমান নয়, এই কথা কেহ বলিলে তাহাতে প্রবঞ্চিত হইও না। খোদাতা'লা অবশ্যই সর্বশক্তিমান। কিন্তু সমস্ত পৃথিবীতে মাত্র এক ব্যক্তিকে এইরূপ কোন বৈশিষ্ট্য দান করা যাহা অপর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই তাহা অংশীবাদের উৎপত্তিস্থল বটে এবং এরূপ ব্যক্তিকে যেন স্রষ্টার শরীক (অংশীদার) সাব্যস্ত করা হয়। যে সমস্ত মোসলমান এই যুগে এই বিশ্বাস পেশ করে যে, ঈসা এখনও জীবিত আছেন, তাহারা ইসলামের আভ্যন্তরীণ শত্রু এবং ইসলামের জন্য সর্প বিশেষ। توفی শব্দের অর্থ সমস্ত পৃথিবীর মানুষের জন্য মৃত্যু হয়; যখন ইহুদী, খ্রীষ্টান, ইসলাম সমস্ত জাতির অভিধানে এই শব্দের অর্থ মৃত্যু করা হইয়া থাকে, তবে মসিহর মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য আছে যে, মাত্র একজন লোকের জন্য এই শব্দের অর্থ অন্য হইয়া যাইবে? ইহা একটি স্থূল কথা। প্রকৃত পক্ষে এই সমস্যা এরূপ সূক্ষ্ম নয় যে, ইহার জন্য একজন মহা-মর্যাদা শালী মুজাদ্দেদের প্রয়োজন হইতে পারে। এই توفی শব্দ যখন আমাদের নবী করীম (আঃ)-এর সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় তখন ইহার অর্থ মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই হয় না।

জীবিত নবী কে?

অথচ যদি কোন জীবিত নবী থাকিয়া থাকেন, তবে তিনি আমাদের নবী করীম (সাঃ)। কোন কোন মনীষী নবীর জীবন সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জীবন সম্বন্ধে আমাদের নিকট প্রমাণও রহিয়াছে। কেননা জীবিত তিনি, সর্বদা যাঁহার আশিস এবং অনুগ্রহরাজি বিদ্যমান থাকে। সেই কারণে খোদাতা'লা মোসলমানদিগকে ধ্বংস করেন নাই। প্রতি শতাব্দীর শীর্ষভাগে তিনি এইরূপ লোক প্রেরণ করিতে থাকেন যিনি অবস্থানুরূপ সংস্কার সাধন করেন। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, আমিই এই কোরআন (জিক্‌র) অবতীর্ণ করিয়াছি এবং তৎপর আমিই ইহার রক্ষাকর্তা। রক্ষাকর্তা শব্দে এই কথা বুঝায় যে; মোজাদ্দেদগণ আবির্ভূত হইতে থাকিবেন। যখন একটি শতাব্দী উত্তীর্ণ হইয়া যায় এবং প্রথম বংশধরগণ উঠিয়া যান এবং পূর্ববর্তী আলেম, হাফেজ, আউলিয়া এবং আবদালগণ মৃত্যু লাভ করেন তখন ধর্মকে সজীব রাখিবার জন্য আল্লাহ্‌তা'লা নিজ পক্ষ হইতে নূতন নূতন মানবের সৃষ্টি করেন। প্রতি শতাব্দীর শীর্ষভাগে এরূপ মোজাদ্দেদ আবির্ভূত হন যিনি ভ্রান্তি, নূতন নূতন অনাচার (বেদাআত) অলসতা এবং অবসাদ-রাজি বিদূরিত করেন। এই বৈশিষ্ট্য আঁ-হযরত (সাঃ)-ই প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ইহাই তাঁহার সজীবতার প্রমাণ দেয়।

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আশিস-রাজির প্রভাব এই ছিল যে, সাহাবা (রাঃ) নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন এবং আজ পর্যন্ত মানুষেরা ঐ সমস্ত আশীষের ফললাভ করিতেছেন।

পক্ষান্তরে হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রভাবের অবস্থাটা এই ছিল যে, তাঁহারই সম্মুখে এক শিষ্য ত্রিশ টাকা লইয়া তাঁহাকে গ্রেফতার করাইয়া দেয় এবং এরূপ সঙ্কট সময়ে অপর এক শিষ্য যে প্রথম নম্বরের সহচর ছিল সেও তিনবার অভিসম্পাৎ করিয়াছিল।

তারপর ইহা আঁ-হযরত (সাঃ) এর প্রভাব, আশীস এবং পবিত্র শক্তির ফল স্বরূপ, কোরআনের এরূপ সংরক্ষণ হইয়াছে যে, প্রতি যুগে এবং প্রতি দেশে সহস্র সহস্র লোক কোরআন শরীফ মুখস্থ করেন এবং শুনান। পক্ষান্তরে কোন বাইবেল সত্য আর কোন বাইবেল মিথ্যা তাহা বুঝাই যায় না।

আর এই কথাও ভাবা উচিত যে, চল্লিশ কোটি লোকের পক্ষে এক মৃত ব্যক্তির উপাসক হওয়া ছাড়া হযরত ঈসা (আঃ)-এর সজীবতার বিশ্বাস আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কি অবদান দিয়াছে এবং মানব জাতিরই কি উপকার করিয়াছে। *

* যখন হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এই প্রবন্ধটি লিখেন তখন খ্রীষ্টানগণ সংখ্যায় ৪০ কোটি ছিল।
—সঃ আহ্‌মদী।

অতএব পূর্ববর্তীগণ যদিচ ওফাতে মসিহ (ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু) সমস্যায় ভুল বুঝিয়াও থাকেন তবু তাঁহাদের পুণ্য আছে। কেননা মুজতাহেদ গবেষণা-কারিগণ সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে—

قد يخطي و يصيب

কখনও তাঁহারা ভুল করেন এবং কখনও ঠিক। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তাঁহাদের দ্বারা যাহা করার তাহাই করেন। ইহাতেও এলাহী রহস্য ছিল। খোদাতা'লা একটি ব্যাপার তাঁহাদের নিকট হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিলেন এবং তাঁহারা উদাসীন রহিলেন। আল্লাহ্‌ যখন চাহেন কোন রহস্য গোপন রাখেন এবং যখন চাহেন, প্রকাশ করেন। হাঁ, এই যুগের মুসলমানদের উপর খোদাতা'লা এই সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছেন। বর্তমানে ইসলাম অবনতি-মুখী এবং দিন দিন খ্রীষ্ট-ধর্মের শিকার হইতেছে। এইরূপ সমস্যা-সমূহই দিন দিন তাহাদের কর্ণে ফু দিয়া তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করা হইতেছে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হইল, তিনি এই যুগের লোকদিগকে সাবধান করিবেন। কোন একজন খ্রীষ্টানকে জিজ্ঞাসা করা চাই যে, যদি সমস্ত লোক এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, হযরত ঈসা (আঃ) মৃত্যুলাভ করিয়াছেন তবে ইহার ফল কি হইবে? এই তো যে পৃথিবী হইতে খ্রীষ্ট-ধর্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে? আশ্চর্য্য এই যে, খ্রীষ্টানেরা তো মোসলমানদের শিরচ্ছেদ করিবার অস্ত্র ব্যবহার করে—এবং মোসলমানেরাও নিজেদের শিরচ্ছেদ করাইবার জন্য তাহাদের সাহায্যে আসিয়া দাঁড়ায়। এরূপ সময়ে তাহাদের উদাহরণ এই ঃ—একজন শাখার উপরে এবং বনে আগুন লাগাইয়াছে।

সুতরাং আল্লাহ্‌ এই ভ্রান্তি দূর করিতেছিলেন। কিন্তু এই সম্প্রদায়কে স্থাপন করিয়া আল্লাহ্‌তা'লা আরও অনেক ভ্রান্তি-সমূহ অপনোদন করিতে চাহিলেন। বর্তমানে তৌহীদ মাত্র মুখেই রহিয়াছে। প্রকৃত তৌহীদে বিশ্বাসী দৃষ্টি গোচর হয় না।

ঈসা (আঃ) এর মৃত্যু ব্যতীত অন্যান্য ভ্রান্তি

সংসার উপাসনা ঃ—প্রতিটি হৃদয় সংসারের মায়ায় নিমজ্জিত হইতেছে। কাহাকেও ধর্মের জন্য সামান্যমাত্র কার্যের কথা বলিলেও তিনি চিন্তা-ভাবনায় পড়িয়া যান। বর্তমানে ধর্ম দরিদ্র, অসহায় এবং অনাথ হইতেছে।

حب الدنيا كل خطيئة -

সংসারের মায়া-সকল ভ্রান্তির কারণ। এই বাণী আজ অতি সময়োপযোগী। সার্থক এবং মঙ্গল প্রসূ প্রমাণিত হইয়াছে। অধিকাংশ লোক সংসারের মায়ার ফলেই ধ্বংস হইতেছে। নতুবা তাহারা জানে যে, যে ধর্ম এবং পন্থা তাহারা অবলম্বন করিয়াছে, তাহা ভাল নহে। অধিকাংশ হিন্দু এবং আর্য সমাজী মর্মে মর্মে জানে যে, তাহাদের নীতি ও রীতি ভাল নয়। হাজার হাজার খ্রীষ্টান অবগত আছে যে, ঈসা একজন মানুষ ছিলেন এবং তিনি খোদা হইতে পারেন না। কিন্তু সংসারের মায়ায় তাহাদের কিছু করিতে দেয় না এবং খ্রীষ্ট-ধর্মের সাহায্যে বেশীর ভাগ অজ্ঞ স্ত্রীলোক থাকে এবং অংশীবাদ (শির্‌ক) স্ত্রীলোক হইতেই আরম্ভ হইয়াছে এবং স্ত্রীলোকদের সঙ্গেই ইহা বাঁচিয়া আছে। ইউরোপের বিজ্ঞ এবং পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এই বিশ্বাস পোষণ করেন না। প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টধর্মই এরূপ যে, মনুষ্য প্রকৃতি ইহাতে সংঘর্ষপ্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি ইহাকে মানিতে পারে না। যদি সংসারের সম্পর্ক এবং মমতা না থাকিত তবে তাদের এক বিরাট দল আজ মোসলমান হইয়া যাইত। কোন কোন লোক কিছুকাল প্রকাশ্যতঃ খ্রীষ্টান থাকিয়া অবশেষে মৃত্যুকালে এই নির্দেশ দিয়া যায় যে, আমি মোসলমান এবং আমার দাফন-কাফন ইসলামের রীতিনীতি অনুসারে হইবে।

ইসলাম মানব-হৃদয়ে হাসিল হইতেছে আর ইউরোপ এবং এশিয়াবাসিগণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছেন যে, অন্যান্য ধর্ম মিথ্যা। কিন্তু সকলের কাছে সংসার প্রিয়

হইয়া উঠিতেছে। ইহা এক বিষ বিশেষ, যাহা এক মিনিট কেন এক সেকেণ্ডের মধ্যে ধ্বংস করিয়া দেয়। এই যুগে যে সর্ব শ্রেষ্ঠ পাপের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা হইল সংসারের মায়া। ইহা একটি সুক্ষ্ম বিষ-পোকা যাহা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও দৃষ্ট হয় না।

নবীর অনুসরণ নাই

মোসলমানদের ভিতরকার দলগুলি ভাল করিয়াই জানে এবং তাদের মন চিনে যে কোন ফেরকার মধ্যে উত্তমনীতি আছে এবং বর্তমানকালে খোদাতা'লা কিরূপে সন্তুষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু তাহাদের আভ্যন্তরীন অবস্থা খারাপ। কোরআন বলে ঃ—

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله

হে নবী তুমি বলিয়া দাও যদি তোমরা আল্লাহ্‌-তা'লাকে ভালবাস তবে আইস, আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদিগকে ভালবাসিবেন।

এখন দেখিতে হইবে যে, এই সমস্ত লোক কি নবী (সাঃ)-এর অনুসরণ করে? আঁ-হযরত (সাঃ) কি তাহাদের মত সুদ গ্রহণ করিতেন বা অবহেলা দেখাইতেন বা কপটতা করিতেন বা দুনিয়াকে ধর্মের উপরে স্থান দিতেন? এইসব ব্যাপারই তাহাদের মধ্যে পাওয়া যায় এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অনুসারীদের অবস্থার অনুরূপ তাহাদের অবস্থা নয়। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অনুরূপ তাহাদের জীবন যাপন করা উচিত ছিল, তবেই তো প্রকৃত মোসলমান হইবে। এই সমস্ত লোকের হৃদয়ে ইসলাম ধর্ম নাই, গ্রন্থরাজিতে এবং ইতিহাসে ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ নিহিত রহিয়াছে। সাহাবা (রাঃ)-দের অবস্থা এই ছিল যে, দুনিয়াও তাঁহাদিগকে ভালবাসে নাই এবং তাঁহারাও দুনিয়াকে ভালবাসেন নাই। তাঁহারা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অনুসরণে এক নব জীবন লাভ করিয়াছিলেন। এখন দেখিতে হইবে যে, এই সমস্ত লোকও কি সাহাবা (রাঃ)-দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে? কখনও না। অতএব এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার মধ্যে খোদাতা'লার এই অভিপ্রায় নিহিত রহিয়াছে যে, লোক আবার সেই পথ অনুসরণ করুক।

আল্লার ভয় নাই

আজকাল লোকের অবস্থা এই হইয়াছে যে, মাত্র তিন আনা পয়সার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। উকীলগণ কি শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে, তাঁহারা আদালতে সত্য কথা বলেন এবং সত্যের অনুসরণ করেন? তাঁহারা মাত্র আত্মরক্ষা করিয়া সত্য মিথ্যা বলিয়া যাইতে থাকেন। এই কি ধর্ম? খোদাতা'লা কি হুকুম দিয়াছেন যে, তোমরা লাগাম ছাড়া হইয়া যাও এবং মিথ্যাকে মাতৃস্তন্য মনে কর। আল্লাহ্‌তা'লা মিথ্যাকে শেরেকের সঙ্গে একাসনে বসাইয়া একইস্থলে উভয়েরই নিষেধ করিয়াছেন। যেরূপ খোদাকে বর্জন করিয়া যে ব্যক্তি কোন মূর্তির সম্মুখে মাথা নত করে, সে মনে করে যে, সে ইহার দ্বারাই পার হইয়া যাইবে। ইহা কিরূপ খারাপ কথা। খোদাতা'লার উপর ইমান নাই যে, তিনি জীবিকা দিতে পারেন। এস্থলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমার জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

সত্যের পরীক্ষা

অনুমান ২৭।২৮ বৎসর কি তার চেয়েও কিছু সময় হইবে আমি আর্য্য-সমাজীদের বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া অমৃতসরবাসী রেলিয়া রাম নামক জনৈক খ্রীষ্টানের নিকটে প্রকাশার্থে প্রেরণ করিয়াছিলাম। এই রিলিয়ারাম ছিলেন একজন উকীল। তার একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হইত। প্রবন্ধটি পাঠাইয়াছিলাম একটি প্যাকেটে এবং প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার তাগিদ করিয়া একখানি চিঠিও ভরিয়া দিয়াছিলাম। চিঠির মধ্যে এরূপ আলোচনা ছিল যাহাতে ইসলামের সাহায্য হয় এবং অন্যান্য ধর্মের মিথ্যা হওয়ার ইঙ্গিত ছিল। তদরূপ খ্রীষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধাচরণের ফলে তিনি চটিয়া

গেলেন। ঘটনা চক্রে শত্রু-জনোচিত আক্রমণ করিবার এই সুযোগ লাভ হইল যে, প্যাকেটে স্বতন্ত্র কোন চিঠি ভরিয়া দেওয়া আইনতঃ একটি অপরাধ যাহা আমি আদৌ জানিতাম না। পোষ্টাল এ্যাকটের [(Postal Act)]-এর বিধান মতে এই অপরাধের জন্য ৫০০৲ পাঁচশত টাকা জরিমানা এবং ছয় মাসের জেল হইতে পারিত। সুতরাং সে চর হইয়া ডাক কর্মচারীদের দ্বারা আমার উপর মোকদ্দমা করিল। এই মোকদ্দমার বিষয় কিছু জানিবার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা এক স্বপ্নে আমার কাছে প্রকাশ করিলেন যে, রেলিয়া রাম উকিল আমাকে দংশন করাইবার জন্য আমার নিকটে একটি সাপ পাঠাইয়াছে এবং আমি ইহাকে মাংসের মত ভাজিয়া প্রত্যার্পণ করিয়াছি। আমি জানি অবশেষে আদালতে যেরূপে এই মোকদ্দমার মীমাংসা হইয়াছিল, তাহা এরূপ একটি দৃষ্টান্ত যাহা উকীলদের কাজে লাগিতে পারে।

মোটের উপর এই অপরাধে গুরুদাসপুর আদালতে আমার তলব হইল। আমি যে সমস্ত উকীলের সঙ্গে পরামর্শ গ্রহণ করিলাম তাহারা সকলে একবাক্যে এই কথাই বলিল যে, মিথ্যা কথা বলা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। তাহাদের পরামর্শ হইল, আমি এই জবানবন্দী দিই যে প্যাকেটে আমি চিঠি রাখি নাই, রেলিয়ারামই হয়ত রাখিয়া থাকিবে। আমাকে আশ্বাস দিবার জন্য তাহারা ইহাও বলিল যে, এরূপ অবস্থায় সাক্ষ্যের উপর এই মোকদ্দমার বিচার হইবে এবং দুই চারজন মিথ্যা সাক্ষী দিলেই বিচারে খালাস হইয়া যাইব। নতুবা মোকদ্দমার অবস্থা বড়ই সঙ্গীন। খালাস হইবার আর কোন উপায় নাই। কিন্তু এদের সকলকে এই জবাব দিলাম যে, আমি কোন অবস্থায়ই সত্যকে বর্জন করিতে পারি না, যাহা হইবার তাহা হইবে।

তৎপর সেই দিন অথবা তার পর দিন একজন ইংরেজ বিচারকের সম্মুখে আমাকে হাজির করা হইল এবং আমার বিরুদ্ধে সরকারী ডাক কর্মচারী বাদী হিসাবে দাঁড়াইল। সেই সময় বিচারক নিজ হাতে আমার জবান-বন্দী লিখিলেন। সর্বপ্রথমে আমাকে প্রশ্ন করা হইল; "এই চিঠি কি আপনি প্যাকেটে রাখিয়াছিলেন এবং এই চিঠি ও এই প্যাকেট কি আপনার?" তখন আমি অপেক্ষা না করিয়া উত্তর করিলাম; "ইহা আমারই প্যাকেট এবং প্যাকেটের মধ্যে চিঠি দিয়া আমি ইহা পাঠাইয়াছিলাম; কিন্তু গবর্ণমেন্টকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার অসদুদ্দেশ্যে আমি এরূপ করি নাই; বরং আমি এই চিঠিকে সেই প্রবন্ধ হইতে কোন স্বতন্ত্র বস্তু মনে করি নাই এবং ইহাতে আমার ব্যক্তিগত কোন কথাও ছিল না।"

এই কথা শুনিবামাত্রই খোদাতা'লা এই ইংরেজের মন আমার দিকে ফিরাইয়া দিলেন। ওদিকে ডাক কর্মচারী আমার বিরুদ্ধে বড়ই হট্টগোলের সৃষ্টি করিল এবং লম্বালম্বা বক্তৃতা করিল। এইগুলি তো আমি বুঝি না; কিন্তু এই পর্যন্ত বুঝিলাম যে, প্রত্যেক সওয়াল জবাবের শেষে বিচারক "নো নো" (No No) করিয়া সরকারী উকীলের সমস্ত কথা খণ্ডন করিয়া দিলেন।

অবশেষে সরকারী বাদী সমস্ত কারণ পেশ করিয়া সারিলে এবং মনের সমস্ত বিষ উদ্গীরণ করিয়া সারিলে বিচারক রায় লিখিতে বসিলেন এবং এক লাইন কি দেড় লাইন লিখিবার পর আমাকে বলিলেন, "আচ্ছা আপনি যাইতে পারেন।" ইহা শ্রবণ করিয়া আমি আদালত-প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে আসিলাম এবং আমার প্রকৃত উপকারীর শুকরিয়া করিলাম, যিনি আমাকে একজন ইংরেজ অফিসারের বিরুদ্ধে বিজয় দান করিলেন। আমি ভাল করিয়াই জানি যে, সেই সময় সত্যের আশিস বলেই খোদাতা'লা আমাকে

এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন। আমি ইহার পূর্বে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম যে, এক ব্যক্তি আমার টুপী নামাইবার জন্য হাত বাড়াইয়াছে। আর আমি তাহাকে বলিলাম, "কি করিতেছ?" তখন সেই ব্যক্তি আমার টুপীটি মাথায় থাকিতেই দিয়া বলিল, "মঙ্গল, মঙ্গল।"

সময় চলিয়া যায়; কিন্তু কথা মনে থাকে। পোষ্ট অফিসের এই মোকদ্দমায় আমি খোদাতা'লার দিক অবলম্বন করিলাম; খোদা আমার সম্মান রক্ষা করিলেন। খোদাতা'লা মিথ্যার সম্মান রাখেন না। মিথ্যার মত এরূপ অশুভ বস্তু কিছুই নাই। সত্যের প্রত্যেক বিষয়ে জয় হয়। আমার বিরুদ্ধে সাতটি মোকদ্দমা বানানো হইয়াছিল। এই সবগুলির মধ্যে খোদাতা'লা আমাকে বিজয় দান করিয়াছেন।

কোন কোন লোক বলে যে, অমুক ব্যক্তি স্বীয় মোকদ্দমায় সত্যের পক্ষে ছিল; কিন্তু তবু সে শাস্তি পাইল। প্রকৃত কথা এই যে, যে সমস্ত লোক এই প্রকারে শাস্তি পায়, তাহারা প্রকৃতপক্ষে অপর কোন মিথ্যার জন্য শাস্তি পায়। আল্লাহ্‌তা'লার নিকটে একটি ধারা-বাহিক হিসাব আছে। মৌলবী গুল্ আলী শাহ্ সাহেব বাটালার অধিবাসী ছিলেন। তিনি শের সিংহের ছেলেদের শিক্ষক ছিলেন। শের শিং একজন প্রতাপ-শালী এবং অত্যাচারী শাসন কর্তা ছিলেন। এক দিন শের শিং বাবুর্চিকে হাঁড়িতে অতিরিক্ত লবণ দিবার সামান্য অপরাধেও শক্ত শাস্তি দিলেন। মৌলবী সাহেব সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং শের শিং তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং সমীহ করিতেন। সেই জন্য তিনি তাঁহার সঙ্গে সাদাসিদা ভাবে কথা বলিয়া ফেলিতেন। এই ঘটনা উপলক্ষ্যে মৌলবী সাহেব শের শিংকে বলিলেন; "আপনি সামান্য অপরাধের জন্য ঘোরতর শাস্তি দিলেন।" ইহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "আপনি জানেন না এই ব্যক্তি আমার এক শত ছাগল চুরি করিয়া খাইয়াছে।" এইরূপে মানুষ অপরাধ করে এক সময়, শাস্তি পায় অন্য কোন সময়ে। মানুষের কর্ম ফলের এক ভাণ্ডার থাকে। তাহাই তাহাকে ভুগিতে হয়। যে ব্যক্তি পাকাপাকিভাবে সত্যকে গ্রহণ করে এবং খোদাতে আত্ম-সমর্পণ করে, খোদা তাঁহাকে রক্ষা করেন। খোদার মত কোন দুর্গ নাই। কিন্তু আধ আধ কথায় কোন উপকার হয় না। পিপাসার্ত ব্যক্তিকে যদি দুই এক ফোঁটা জল দেওয়া হয়, অথবা ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে যদি দু-এক টুকরা রুটি খাওয়ান হয়, তবে এই সামান্যে সে বাঁচিতে পারে না। ত্রুটি পূর্ণ আচার (আমল) খোদাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না, এইগুলি সংসারের প্রবঞ্চনা মাত্র, সত্যবান প্রেরিত পুরুষ এরূপ করেন না, বরং তিনি পূর্ণতা লাভ করেন।

★

॥ পরকাল ॥

মৌলবী মোহাম্মাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিবেক ও প্রবৃত্তি ভাল ও মন্দের দিকে আহ্বানকারী মাত্র

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, আমাদের অন্তরে বিবেক ও প্রবৃত্তি ক্রিয়াশীল রহিয়াছে। প্রবৃত্তি আমাদিগকে মন্দের দিকে আহ্বান করে এবং শয়তানের প্রতীক হিসাবে উহাই আমাদিগের অন্তর রাজ্যে মন্দের দিকে আহ্বানকারী। বিবেক ও প্রবৃত্তির কার্যক্রম একই প্রকারের। বিবেক যেমন কেবল সৎ-পরামর্শ দেয় অথচ মানুষকে জবরদস্তি সৎকাজে বাধ্য করে না, তেমনি প্রবৃত্তিও মানুষকে মন্দের দিকে ডাক দেয় কিন্তু তাহাকে মন্দকাজে বাধ্য করে না।

প্রবৃত্তি এবং বিবেক শুধু স্ব স্ব মতের দিকে ডাক দেয়। এই ডাক দ্বারা মানুষ ভাল বা মন্দ কাজ করিতে বাধ্য হয় না। ইহার দ্বারা তাহার মনে কোন কাজ করা বা না করার জন্য আলোড়নের সৃষ্টি হয় মাত্র।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন,

لا اكراه في الدين -

অর্থাৎ—"ধর্মে জবরদস্তি নাই।" (সুরা বকর, ৩৪ রুকু)।

আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগের মধ্যে দুই আহ্বানকারীকেও জবরদস্তি করিবার ক্ষমতা দেন নাই। কেবল ডাক দেওয়ার মধ্যেই তাহাদের কর্ম সীমাবদ্ধ।

প্রবৃত্তি মানুষকে মন্দ কার্য করিতে বাধ্য করে না ও করিতে পারে না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন ঃ

انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون ○ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ○

অর্থাৎ—"নিশ্চয় তাহার (শয়তানের) কোন আধিপত্য নাই তাহাদের উপর, যাহারা বিশ্বাসী এবং তাহাদের রবের উপর নির্ভরশীল। তাহার (শয়তানের) আধিপত্য কেবল তাহাদের উপর, যাহারা তাহার (শয়তানের) সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং শেরেক করে।" (সুরা আল-নাহল-১৩ রুকু)।

দুষ্কৃতি পরায়ণ ব্যক্তিগণ বাহ্য-জগতে মানব সমাজে শয়তানের মূর্তিমান প্রতীক হইয়া আল্লাহ্তায়ালার প্রতি বিমুখ ব্যক্তিগণকে প্ররোচিত ও পথভ্রান্ত করিয়া থাকে।

বিচার বুদ্ধি এবং স্বাধীন কর্ম ক্ষমতা

আল্লাহ্তা'লা মানুষকে তাহার প্রবৃত্তি এবং বিবেকের উর্ধে বিচার বুদ্ধি দিয়াছেন। ইহা দ্বারা সে ভাল ও মন্দের মধ্যে বিচার করিয়া তাহার কর্মপন্থা নির্ধারণ করিতে পারে। সেই জন্য আল্লাহ্তা'লা পবিত্র কোরআনের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় মানবকে তাহার বিচার বুদ্ধির সদ্ব্যবহারের জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। মানব যখন বিচার করিয়া কোন কর্মপন্থা নির্ধার করে, তখন সে তাহার স্বাধীন কর্ম ক্ষমতা দ্বারা উক্ত পন্থাকে কার্যে পরিণত করিতে পারে। পক্ষান্তরে এই বিচার বুদ্ধির সদ্ব্যবহার বা অপব্যবহার দ্বারা মানুষ

অপরকে সু বা কু-পরামর্শ দিতে ও স্বাধীন কর্মক্ষমতার দ্বারা সাহায্য করিতেও পারে। সু-পরামর্শ দান এবং সে বিষয়ে সাহায্য করা ফেরেস্তার কাজের প্রতীক এবং কু-পরামর্শ দান শয়তানের কাজ। সত্যের বিরুদ্ধে শক্তি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ্য বিদ্রোহ করা ইবলিসের কাজ। মানুষ নিত্য বিচার বুদ্ধি ও স্বাধীন কর্ম ক্ষমতার সাহায্যে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই তাহার আধ্যাত্মিক রূপ গড়িয়া উঠে।

শয়তানের অবস্থান

ফেরেস্তাগণের ন্যায় সৃষ্টির মধ্যে কোন স্বত্বারূপে শয়তানের অবস্থান নাই। তাহার অবস্থান নির্দিষ্ট করা হইয়াছে প্রত্যেক মানুষের মনে। নবীগণের জন্যও এ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম করা হয় নাই। তাঁহাদিগের মনেও শয়তানের ডাক উত্থিত হয়।

নবীর শয়তান মুসলমান

একদা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) সাহাবাকে বলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই, যাহার মধ্যে শয়তান নিযুক্ত নাই।" সাহাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি আপনারও মধ্যে? নিশ্চয়, আপনি ইহা হইতে মুক্ত।" তিনি বলিলেন, 'হাঁ, আমারও মধ্যে আছে। আল্লাহ্তায়ালা আমাকে তাহার উপর আধিপত্য দিয়াছেন। আমার শয়তান মুসলমান হইয়া গিয়াছে। কিছু বলিতে হইলে সে আমাকে সৎ প্রেরণাই দেয়।" পাঠক হয়ত আশ্চর্য হইবেন, ইহা কিরূপে হইবে যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর মনেও শয়তানের বাসা ছিল এবং সে আবার কিভাবে মুসলমান হইল। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে বলিতে আদেশ দিয়াছেন,

قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما
الهكم اله واحد - فمن كان يرجوا لقاء ربه
فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بعبادة ربه احدا ٥

অর্থাৎ "বল: আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ; আমি ওহি প্রাপ্ত হইয়াছি যে, তোমাদের খোদা সেই একই। অতএব যে তাহার রবের সহিত মিলনপ্রার্থী সে যেন নেক আমল করে এবং তাহার এক রবের উপাসনায় যেন কাহাকেও শরীক না করে।" (সুরা কাহাফ—১২ রুকু)।

উক্ত আয়াতের মধ্যে পাঠকের সকল প্রশ্নের উত্তর রহিয়াছে। হযরত রসুল করীম (সাঃ) যখন আমাদেরই মত মানুষ, তখন তাহারও মধ্যে শয়তানের আহ্বান থাকা স্বাভাবিক এবং উহা ছিল। যাহারা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে মানবের উর্ধে বলিয়া নিজের দুর্বলতার দোহাই দিয়া পাপ করিবার লাইসেন্স বানাইতে চাহে, তাহাদের জন্য ইহার মধ্যে খণ্ডন রহিয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল রসুল করীম (সাঃ)-এর শয়তান কিভাবে মুসলমান হইল। উক্ত আয়াতে বলা হইয়াছে যে, তিনি এক এবং অদ্বিতীয় খোদার নিকট হইতে ওহি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আল্লাহ্তা'লার এবাদতের ফলে তিনি ওহি প্রাপ্ত হইতে থাকেন এবং তদনুযায়ী আমল করার ফলে তাঁহার শয়তান মুসলমান হয়। যেমন মৃত্তিকাভূত খাদ্যে দেহ সবল হয়, তেমনি মানবাত্মা সদা আধ্যাত্মিক পানাহার পাইলে উত্তরোত্তর শক্তিশালী হইয়া মাটির টান কাটাইয়া আধ্যাত্মিকতায় ক্রমঃ উর্ধগামী হয়। পবিত্র কোরআন পাঠ, উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা ও তদনুযায়ী আমল করা, সৎসঙ্গ, আল্লাহ্তা'লার এবাদত এবং আল্লাহ্তা'লার বাণীলাভ হইল আধ্যাত্মিক পানাহার। যাহার আত্মা সদা এইরূপ পরিবেশে অবস্থিত, তাহার আত্মা সতেজ ও শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং ইহার ফলে তাহার মন একদিকে বিবেকের একান্ত অনুরক্ত হয় এবং প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণার জন্য উহা ফিলটার সদৃশ হইয়া যায়। ময়লা পানি ফিলটারে দিলে উহা যেমন পরিশ্রুত হইয়া বাহির হয়, তেমনি নবীদের মনে যখন

কুমতির প্রেরণা প্রতিফলিত হয়, তখন উহা পরিশ্রুত হইয়া সৎপ্রেরণা রূপে বাহির হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি বুঝিতে পাঠকের সুবিধা হইবে। নিরালা স্থানে একটি এক হাজার টাকার নোট পড়িয়া থাকিতে দেখিলে, প্রবৃত্তি মনকে পরামর্শ দিবে উহা তুলিয়া লইতে। আশক্তি ভরা মন তখন আনন্দিত হইয়া উহা নিজ ব্যবহারে লইতে চাহিবে; কিন্তু নবী বা সাধু ব্যক্তির মন উহার মালিকের জন্য দুঃখিত হইয়া তাহার অনুসন্ধান করিবেন এবং মালিকের সন্ধান না পাইলে, তিনি স্বয়ং অভাবী হইলেও উহা দুঃখীজনের মধ্যে বিতরণ করিবেন। প্রবৃত্তির প্রত্যেক মন্ত্রণার প্রতিক্রিয়া নবীর হৃদয়ে এই ভাবের হইয়া থাকে। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর উপরোক্ত কথার তাৎপর্য ইহাই।

আমাদের শয়তান

এখানে একটি প্রশ্ন থাকে যে, আল্লাহ্‌তা'লার নবীগণ সদা ওহি পাওয়ার ফলে তাঁহাদের শয়তান মুসলমান হইয়া যায়; কিন্তু আমাদের শয়তানের মুসলমান হইবার কি ব্যবস্থা; ইহার এক উত্তর উপরুক্ত আয়াতে বলা হইয়াছে। যাহারা শের্‌কশূণ্য নেক আমল করিবে, তাহারাও রবের মিলন লাভ করিবে। ইহার অর্থ এই যে, তাহাদের শয়তান মুসলমান হইয়া যাইবে। একটি দৃষ্টান্ত দিলে পাঠকের নিকট বিষয়টি সুস্পষ্ট হইবে। একদা ধর্মের জন্য হযরত ওসমান (রাঃ)-এর কোরবানী দৃষ্টে হযরত রসুল করীম (আঃ) বলিয়াছিলেন, "ইহার পর তিনি যাহাই করুন না কেন, তাঁহার কাজে কৈফিয়ৎ হইবে না।"—(তিরমিজি)। ইহার অর্থ এ নয় যে, তিনি এতদ্বারা কাজে ন্যায় অন্যায়ের বিচার হইতে মুক্ত হইলেন; পরন্তু এতদ্বারা তিনি ইহাই বুঝাইলেন যে, তাঁহার শয়তান মুসলমান হইয়া গিয়াছে। অনুরূপ পন্থা অবলম্বনে প্রত্যেকেরই শয়তান মুসলমান হইতে পারে। এতদ্ব্যতিরেকে যে পবিত্র কোর-আনের আয়াতগুলি বিভিন্ন সময়ে টুকরা টুকরা ভাবে প্রাপ্ত হইয়া হযরত রসুল করীম (সাঃ) ও তাঁহার সাহাবার শয়তান মুসলমান হইয়া গিয়াছিল উহা পূর্ণ আকারে আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। সুতরাং আমাদের বলিবার কিছু নাই। আমাদের আত্মা সদা পবিত্র কোরআনের খোরাক পাইলে, আমাদের শয়তান সুনিশ্চিতভাবে মুসলমান হইয়া যাইবে। যখন আমাদের শয়তান ফেরেস্তার রূপ ধারণ করে, তখন আমাদিগের জীবন রথের উভয় চাকা ঊর্ধপথের বাঞ্ছিত লক্ষ্যে দ্রুত ধাবমান হয়। কিন্তু যতদিন এই সমতা না আসে, ততদিন আমাদিগের জীবনরথ যে কোন সময়ে উল্টাইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে এবং ততদিন আমাদিগকে প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া যাইতে হয়।

শয়তানের পরিণাম

শয়তানের পরিণাম সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন,

فورربك لنحشرنهم والشيطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ○

অর্থাৎ—"এবং তোমার রবের কসম, আমরা নিশ্চয় তাহাদিগকে (অবাধ্য দুষ্কৃতিকারী মানবগণকে) একত্রে জমা করিব এবং শয়তানদেরও, তৎপর তাহাদিগকে জাহান্নামের মধ্যে নতজানু করিব।"

(সুরা মরিয়ম—৫ম রুকু)।

যেহেতু পরকালে মন্দের স্থান নাই, সুতরাং মন্দের প্ররোচনাদানকারীগণের উপযুক্ত স্থান জাহান্নাম। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি দুষ্কৃতিকারীগণ শয়তানের প্রতীক; সুতরাং তাহাদের স্থান জাহান্নাম হওয়াই যুক্তিযুক্ত। ইহা ছাড়া মানবের মধ্যে মন্দের দিকে যে আহ্বানকারী আছে, সেও জাহান্নামের অধিবাসীর সহিত জাহান্নামেই

যাইবে, যাহাতে ব্যক্তির শাস্তির সহিত আহ্বানকারীরও শোধন হয়। আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক মানুষের সঙ্গেই এক শয়তান আছে এবং তাঁহার শয়তান মুসলমান হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কারী মোজাহেদের হৃদয়স্থিত অসত্যের প্রতি আহ্বানকারী অচিরেই সত্যের নিকট মাথা নত করিয়া দেয় এবং তাহার আহ্বানের সুর বদলাইয়া সত্যের রঙে রঙিন হয়। সুতরাং যাহাদের শয়তান ইহলোকে মুসলমান হয় নাই, তাহাদের শয়তান পরকালে জাহান্নামে থাকিবে যতদিন না উহার শোধন হয়।

অপর জীবের জন্য আধ্যাত্মিক ছাঁচ গঠনের ব্যবস্থা নাই

উপরুল্লিখিত মত কোন জীবকে উপরোক্ত দুই আহ্বান-কারী ও ফুরকান দেওয়া হয় নাই এবং মানবের জন্য যেমন আধ্যাত্মিক ছাঁচ গঠনের ও উহাকে পূর্ণতা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, সেইরূপ ব্যবস্থা অপর কোন জীবের জন্য নাই। এমনকি ফেরেস্তার জন্যও নাই, সে কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। সেই জন্য তাহাদিগের আমলনামা প্রস্তুতের কোন ব্যবস্থা নাই এবং তাহাদিগের বিচার ও পরকালে শাস্তি বা পুরস্কার নাই। (ক্রমশঃ)

★

পবিত্র কুরআ'নের তফ্‌সীর

মৌলবী মোহাম্মাদ

القرآن

القرآن আল-কুরআ'ন ইসলাম ধর্মের বিধান গ্রন্থ। ال শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট, পূর্ণ এবং قرآن কুরআ'ন শব্দের অর্থ সুবিন্যস্ত পাঠ্য। সুতরাং القرآن আল-কুরআ'ন শব্দের অর্থ হইল "নির্দিষ্ট, পূর্ণ এবং সুবিন্যস্ত পাঠ্য।" এই গ্রন্থের প্রতি অক্ষরে, শব্দে ও বাক্যে যে গভীর জ্ঞান ও মহান শিক্ষা নিহিত রহিয়াছে, তাহা ইহার নামের সত্যতা প্রতি পদে পদে সন্দেহাতীতভাবে প্রতিপন্ন করিতেছে। এই তত্ত্বভরা নাম চিন্তাশীল ব্যক্তির মনকে স্বতঃই ইহার গবেষণায় আকর্ষণ করে। যে ইহার গবেষণা করে, সে মুগ্ধ ও দীক্ষিত হয়। তাহার জীবনে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়া সে এক নূতন মানুষ হইয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্য সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে একমাত্র আল-কুরআ'নেরই আছে। জগতে অপর কোন ধর্ম গ্রন্থের এইরূপ অর্থপূর্ণ নাম নাই।

পৃথিবীর সকল জাতির ধর্মগ্রন্থ নাই। মাত্র কয়েকটি বড় বড় জাতি ধর্মগ্রন্থের অধিকারী। ঐশীগ্রন্থ বলিয়া কথিত হইলেও, উহাদের কোন কোনটির মধ্যে স্বয়ং গ্রন্থ-প্রেরক খোদার সন্ধান মিলা সুকঠিন। আবার কতকগুলিতে আল্লাহতায়ালার বাণীর সহিত মানুষের

কথা সংমিশ্রিত হইয়া উহাদের ব্যবহারোপযোগীতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

হিন্দুজাতির ধর্মগ্রন্থ মোটামুটি দুইটি। যথা—বেদ ও গীতা। তাহাদের উপগ্রন্থ অনেকগুলি আছে। সেগুলি ঐশীগ্রন্থ বলিয়া কথিত নহে। বেদ চারি ঋষির সংকলিত গ্রন্থ। যথা—যর্যু, ঋগ্, শাম ও অর্থব। অনেকের মতে বেদ তিনটি। তাহারা চতুর্থটিকে অস্বীকার করে। এগুলি হযরত ঈসা (আঃ)-এর ১৫০০ বৎসর পূর্বের। এককালে বেদে এক খোদার উপাসনার কথা ছিল। কিন্তু কালের গতিতে ইহাদের মধ্যে অনেক রদ-বদল হইয়া গিয়াছে। বর্তমান বেদ অযৌক্তিক, অপ্রাকৃতিক ও অশ্লীল কথা এবং বহু খোদার স্তব-স্তুতিতে পরিপূর্ণ। যর্যুবেদে ৩০ দেবতা এবং ঋগ্বেদে ৩৩৪০ দেবতার পূজা অর্চনার কথা রহিয়াছে। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সময় অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ভাষণ, গীতা নামে অভিহিত। অর্জুনকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য এই ভাষণ দেওয়া হয়। ইহাতে কর্মসম্বন্ধে কিছু উপদেশ দেওয়া আছে। সেগুলি ছিল ক্ষেত্র বিশেষে আংশিক ও সাময়িক শিক্ষা। গীতা হযরত ঈসা (আঃ)-এর ২০০ বৎসর পূর্বের গ্রন্থ।

বৌদ্ধ-জাতির ধর্মগ্রন্থ হইল ত্রিপিটক। ইহা সূত্র, অভিধর্ম ও বিনয় এই তিন অংশে বিভক্ত। বিনয় পিটকে সঙ্ঘের শৃঙ্খলা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। সূত্র পিটক বুদ্ধের প্রধান ধর্ম পুস্তক। ইহাতে বুদ্ধের ৫টি এবং তাঁহার প্রধান শিষ্যবর্গের ৩টি ভাষণ আছে। এগুলির মধ্যে বর্ণিত শিক্ষার সার বিষয় হইল নির্বান। খোদার সম্বন্ধে কোন উল্লেখ ইহাদের মধ্যে নাই। যীশু খ্রীষ্টের ৫৬৩ বৎসর পূর্বে বুদ্ধের আগমন হয়। বুদ্ধের শিক্ষা বহুদিনের পুরাতন বিধায়, তাঁহার মূল-শিক্ষাগুলি রক্ষিত হওয়া সম্ভব হয় নাই। সুতরাং তাঁহার শিক্ষার মধ্যেও রদবদল হইয়া গিয়াছে এবং প্রচলিত শিক্ষাগুলি ব্যবহারিক জীবনে কার্যকরী নহে।

চীনের কনফিউসিয়সের ধর্মগ্রন্থের অবস্থাও অনুরূপ। উহাতে আছে স্বর্গের পিতৃপুরুষের ও কনফিউসিয়সের পূজার কথা। খোদা ও পরকাল সম্বন্ধে উহাতে কিছু নাই। কনফিউসিয়সের আবির্ভাব হয় যীশুখ্রীষ্টের ৫৫১ বৎসর পূর্বে।

পারসীকদিগের ধর্মগ্রন্থ জেন্দাবেস্তা কতকগুলি গাথার সমষ্টি। এই গ্রন্থ প্রথমে গো-চর্মে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। পারসীক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ৫৪৯ বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হন। আলেকজাণ্ডার যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ৩৩০ বৎসর পূর্বে পারস্য অভিযানের সময় উক্ত ধর্মগ্রন্থ অগ্নিতে ভস্মিভূত করিয়া দেয়। পরে উহা পুনরায় রচিত হয়। তখন উহাতে অনেক রদবদল হয়। বর্তমান জেন্দাবেস্তা দ্বৈতবাদ শিক্ষা দেয়। এই শিক্ষানুযায়ী একজন কল্যাণের দেবতা এবং আর একজন অকল্যাণের দেবতা।

তৌরাত ইহুদীগণের ধর্মগ্রন্থ। ইহা যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বের। ইহা হযরত মুসা (আঃ)-এর পুস্তক, ৫ খণ্ডে বিভক্ত। জব্বুর হযরত দায়ুদ (আঃ)-এর পুস্তক। ইহা যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় এক হাজার বছর পূর্বের। ইঞ্জিল প্রায় ১৯০০ বৎসরের গ্রন্থ। ইহা যীশুখ্রীষ্টের ধর্ম কাহিনী। হযরত মুসা (আঃ) হইতে যীশুখ্রীষ্ট পর্যন্ত সকল নবীর গ্রন্থগুলি সম্মিলিত ভাবে খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ এবং এগুলিকে বাইবেল বলে। এই গ্রন্থগুলি কয়েকবার জেরুজালেম আক্রমণকারী বিদেশী রাজ শক্তি দ্বারা ভস্মিভূত হয় ও সমসাময়িক ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের দ্বারা রচিত হয়। ফলে ইহাতে কতক আল্লাহ্তায়ালার বাণী, কতক নবীদের বাণী এবং কতক বর্ণনাকারী ও রচনাকারীদের কথা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। এইভাবে বাইবেলে বহু রদ-বদল হইয়া গিয়াছে।

কোন ধর্মগ্রন্থে রদবদল ঘটিলে, উহা গ্রহণ ও অনুশীলনযোগ্য এবং ফলপ্রসূ থাকে না। পবিত্র কুরআ'ন

ছাড়া উপরে আলোচিত এবং অনালোচিত বাকী সকল ধর্মগ্রন্থ উক্ত দোষে দুষ্ট হওয়ার কারণে, উহাদের উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট এবং কার্যকারীতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে ঐ সকল ধর্ম, বিশেষ দেশ বা জাতির জন্য নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। উহাদের কার্যকাল অতীত হওয়ায় আল্লাহ্‌তায়ালা উহাদের রক্ষণের ব্যবস্থা ছাড়িয়া দেন। ফলে উহাদের মধ্যে মানব হস্তের কলঙ্ক স্পর্শ করে।

পক্ষান্তরে আল্লাহতায়ালা মানব জাতিকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্য পূরণ করিতে যে শিক্ষার প্রায়াজন, উহা পবিত্র কুরআ'নে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। জীবনকে সর্বতোভাবে সার্থক করিতে এবং সফলতা লাভ করিতে এই গ্রন্থ সতত পথ প্রদর্শক। আল্লাহতায়ালার নৈকট্য এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব ইহার লক্ষ্য। সেই জন্য ইহা সতত অবশ্য পাঠ্য। সমগ্র মানবজাতিকে লইয়া এক অখণ্ড শান্তিপূর্ণ মানব সমাজ গঠন করিবার শিক্ষা এই গ্রন্থে রহিয়াছে। এইরূপ সমাজ-গঠনেই মানবের পূর্ণতা নিহিত রহিয়াছে। একদিকে ব্যক্তির জীবনকে পূর্ণ করা ও অপরদিকে অখণ্ড মানবতার পূর্ণ প্রকাশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সেই জন্য ইহার নাম রাখা হইয়াছে আল-কুরআ'ন অর্থাৎ নির্দিষ্ট, পূর্ণ এবং সুবিন্যস্ত পাঠ্য। ইহার অনুসরণে ব্যক্তি ও জাতির জীবন সুবিন্যস্ত এবং শান্ত সুন্দর হয়। আমরা যেমন বালক-বালিকাদের পড়ার জন্য প্রথম পাঠ, দ্বিতীয় পাঠ ইত্যাদি পুস্তকের ব্যবস্থা করিয়া থাকি, তেমনি আল্লাহতায়ালা মানব জাতির বুদ্ধিবৃত্তির বাল্যকালে পূর্ববর্তী নবীদের মারফৎ যে সব শিক্ষা দিয়াছিলেন সেগুলি তাহাদের জন্য প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি পাঠের ন্যায় ছিল। যখন তাহাদিগের বুদ্ধি পরিপক্কতা লাভ করিল, তখন পূর্বতন পুস্তকগুলির প্রয়োজন শেষ হইয়া গেল। তখন তাহাদিগের জন্য প্রয়োজন হইল তাহাদিগের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করিবার জন্য নির্দিষ্ট পূর্ণ পাঠ্যের। পূর্বে তাহাদিগের সাময়িক এলোমেলো প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এলোমেলো পাঠ্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে তাহাদিগের জীবন ও সমাজকে সুষ্ঠু করিবার জন্য সুবিন্যস্ত পাঠ্যের প্রয়োজন হওয়ায়, আল্লাহতায়ালা তাহাদের জন্য আল-কুরআ'ন অর্থাৎ নির্দিষ্ট, পূর্ণ এবং সুবিন্যস্ত পাঠ্য হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর মারফৎ প্রেরণ করেন।

كلام الله

মানবজাতির মধ্যে যতগুলি প্রচলিত ধর্মগ্রন্থ আছে উহাদের মধ্যে "আল-কুরআ'ন" একমাত্র পুস্তক যাহা كلام الله বা আল্লাহর কালাম নামে অভিহিত। এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি শব্দ, অক্ষর এবং আকার ইকার আল্লাহতায়ালার নিকট হইতে নির্দিষ্ট আকারে অবতীর্ণ হইয়াছে। বাকী ধর্মগুলির মধ্যে, আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি, আল্লাহতায়ালার বাণী থাকিলেও উহাদের মধ্যে মানুষের কথাও সংমিশ্রিত আছে। সুতরাং সেগুলি كلام الله বা আল্লাহ্‌র কালাম উপাধি পাইবার যোগ্য নহে।

পবিত্র আল-কুরআ'ন যে আকারে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল, অদ্যাবধি উহা সেই নির্দিষ্ট আকারেই বর্তমান আছে। ইহার মধ্যে কোন প্রকার রদবদল ও কাটছাঁট হয় নাই। এমন কি ইহার মধ্যে কোন আকার ইকারের পর্যন্ত পরিবর্তন ঘটে নাই। بسم الله বিসমিল্লাহ শব্দের বে হইতে সুরা الناس আন্নাসের সিন পর্যন্ত অপরিবর্তিত রহিয়াছে। অনুরূপভাবে ইহার সকল শিক্ষা আজও কার্যকরী রহিয়াছে এবং যতদিন

পৃথিবীতে মানুষ বসবাস করিবে, ততদিন ইহা কার্যকরী থাকিবে এবং মানবজাতির সকল প্রয়োজনে পথ প্রদর্শন করিয়া যাইবে।

পক্ষান্তরে আমরা আলোচনা করিয়াছি যে অপর ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে অনেক কাটছাঁট হইয়াছে এবং উহাদের অনেক শিক্ষা আজ অচল। উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে বর্তমান যুগের সমস্যাবলীর কোন সমাধান নাই। কারণ সেগুলির কোনটি ছিল গোষ্ঠী বিশেষের জন্য এবং কোনটি ছিল সংশ্লিষ্ট জাতির জন্য। উহাদের মধ্যে কোনটিই সার্বজনীন ধর্ম ছিল না। নূহ (আঃ) পর্যন্ত একটি ধর্ম প্রচলিত ছিল। মহা প্লাবনের পরে যখন মানুষ ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িল এবং মানব সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া খণ্ড খণ্ড আকারে বিভক্ত হইয়া পড়িল, তখন বিভিন্ন গোষ্টি ও জাতির নিকট বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন সময়ে আল্লাহতায়ালার বাণী অবতীর্ণ হয়, যেগুলিকে আশ্রয় করিয়া তাহারা পৃথক ধর্মের প্রচলন করে। দায়ুদ (আঃ) তাঁহার ৭২ নং গীতিকার ১৮ শ্লোকে খোদাকে বনি ইসরাইলের খোদা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। হযরত ঈসা (আঃ) নিজেকে কেবল বনি ইসরাইলের জন্য প্রেরিত বলিয়া জানাইয়াছেন। মথি—১৫শ পরিচ্ছদ—২১-২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য। হিন্দুরা তাহাদের দেবতাগণকে জাতীয় দেবতারূপে উপাসনা করে এবং তাহাদিগের ধর্মকে ভারতবর্ষ এবং হিন্দুজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করে। নূহ (আঃ)-এর মহাপ্লাবনের পরবর্তীকালের বিচ্ছিন্ন ও শতধাবিভক্ত মানবজাতিকে পুনঃ একত্রিত করিবার জন্য আল্লাহতায়ালা সকল মানবের জন্য আল-কুরআ'ন ধর্মগ্রন্থ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইহার প্রথম পরিচ্ছেদ সুরা ফাতেহায় আল্লাহতায়ালা নিজের প্রথম পরিচয় رب العلمين বিশ্বের প্রভূ হিসাবে উপস্থিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থস্থিত শিক্ষাও সার্বজনীন ও সর্বকালের জন্য। একদিকে পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির স্থায়ী শিক্ষা যেমন ইহার মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে, তেমনি বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয় শিক্ষাও উহাতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

জীবিত ধর্মগ্রন্থ

আল-কুরআ'ন একমাত্র জীবিত ধর্মগ্রন্থ। ইহার নিদর্শনস্বরূপ ইহার ভাষা আরবী আজও জীবিত। বহু দেশের অধিবাসীদের ইহা কথিত ও রাজভাষা। ইহা মানবের আদিভাষা এবং সকল ভাষার মা। আরবী হইতে জগতে বহু ভাষার উদ্ভব হইয়াছে এবং সেগুলি আবার কালের গতিতে লীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আরবী ভাষা আজও সজীব। এই ভাষাতেই আল-কুরআ'ন নাযেল হইয়াছিল। বাকী ধর্মগ্রন্থগুলির ভাষা আজ মৃত। কোন দেশে ঐ সকল ভাষা প্রচলিত নাই। আল্লাহতায়ালা কর্তৃক ঐ সকল ধর্মগ্রন্থ বাতিল হওয়ায় উহাদের ভাষা মৃত। পবিত্র কুরআনের ভাষা বহুদেশের কথিত ভাষারূপে বজায় থাকায়, ইহার শব্দ ও ভাষাগত ব্যবহারিক অর্থ বুঝিবার সুযোগ অটুট রহিয়াছে। অন্য ধর্মগ্রন্থগুলির এ সম্বন্ধ দুর্লঙ্ঘ্য বাধা রহিয়াছে।

اعوذ

পবিত্র কোরআ'নে আদেশ আছে যে ইহা পাঠ করিবার পূর্বে اعوذ আউয পড়িবে। প্রকৃত পক্ষে ইহা পবিত্র কুরআ'নের আধ্যাত্মিকতা সংরক্ষণের এক অকট্য ব্যবস্থা। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন।

اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله

অর্থাৎ 'যখন তুমি কোরআন পাঠ কর তখন প্রথমে আল্লাহতায়ালার সাহায্য চাহিয়া লও।"

—(সুরা নহল, রুকু—১৩)।

ইহার উদ্দেশ্য সকল প্রকার অমঙ্গল হইতে আল্লাহ্-তায়ালার সাহায্য ও আশ্রয় চাওয়া। আশ্রয় দুই প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—(১) যেন কোন অকল্যান আমাদিকে স্পর্শ না করে এবং (২) যেন কোন কল্যান হইতে আমরা বঞ্চিত না হই। আধ্যাত্মিক ব্যাধি, কুসংসর্গ ও পাপের শাস্তি স্বরূপ মানুষ কুরআ'নের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইতে পারে অথবা বুঝিবার ত্রুটির জন্য তাহাকে অমঙ্গল স্পর্শ করিয়া যাইতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার সাহায্য সঙ্গে থাকিলে মানুষ ঐ সকল অমঙ্গল হইতে বাঁচিতে পারে। তাই পবিত্র কোরআন পাঠের পূর্বে আল্লাহতায়ালার আশ্রয় ভিক্ষা করা প্রয়োজন। সেই জন্য উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে তাঁহার আশ্রয় লইতে শিক্ষা দিয়াছেন। উক্ত শিক্ষা অনুযায়ী দোয়া পাঠ করিতে হয়ঃ—

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

পবিত্র কোরআনের শেষাংশে দুইটি اعوذ আশ্রয় ভিক্ষার সুরা স্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া অনেকে বলিয়াছেন যে কোরআ'ন পাঠ শেষ করিয়া اعوذ পড়া প্রয়োজন, প্রথম নহে। অবশ্য ইহাতেও কোন দোষ নাই। কিন্তু হযরত রসুলে করীম (সাঃ) সকল সময় কোরআন পাঠের পূর্বে اعوذ পড়িতেন। বায়হাকী ও ইবনে আবি শায়বা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যেঃ—

ان النبى صلى الله عليه و سلم لما دخل فى الصلوة كبر ثم قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم -

অর্থাৎ "তকবীরের পর তেলাওতের পূর্বে তিনি আউজবিল্লাহি মিনাশ শায়তানের রাজীম পাঠ করিতেন। আবু দাউদ, আবু সঈদ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে তমহীদ ও তসবীহ পাঠ করিবার পর নামাযের প্রারম্ভে হযরত রসুল করীম (সাঃ) আউয পড়িতেন।

পবিত্র কুরআ'নের সংরক্ষণের ব্যবস্থা

আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحفظون -

অর্থাৎ "এবং নিশ্চয়ই আমরা এই স্মারক (কুরআ'ন) অবতীর্ণ করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমরা ইহার রক্ষক।"

(সুরা হিজর—১ম রুকু)।

এই পবিত্র গ্রন্থের সংরক্ষণের ভার আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এতদুদ্দেশ্যে তিনটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

প্রথম—ইসলামের প্রথম যুগ হইতে ইহা সুবিন্যাস্ত পুস্তকাকারে পৃথিবীর সর্ধত্র বিস্তার লাভ করিয়াছে।

দ্বিতীয়—পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিযুগে কুরআ'নের হাজার হাজার হাফেয হইয়াছেন, আজও রহিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও হইতে থাকিবেন। খোদা না করুন, যদি কখনও এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, কোন এক দেশের বা পৃথিবীর সবদেশের সব কুরআন নষ্ট হইয়া যায়, তথাপি ইহাকে নির্ভুলভাবে পুস্তকাকারে পুনঃরায় লিপিবদ্ধ করিতে বেশী সময় লাগিবে না।

তৃতীয়—আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআ'নের আয়াত-গুলির বাহ্যিক সংরক্ষণের জন্য যেরূপ উপরিল্লিখিত বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তেমনি ইহার শিক্ষাকে সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক শতাব্দিতে মুজাদ্দিদের আবির্ভাব করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা পূর্ববর্তী শতাব্দীর গ্লানি দূরীভূত করিয়া ইসলামের শিক্ষাকে যুগোপযোগী করিয়া দিয়া গিয়াছেন। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেনঃ

ان الله يبعث لهذه الامة على راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها -

অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্য এমন মহাপুরুষকে আবির্ভূত করিবেন, যিনি তাহাদের জন্য ধর্মকে সঞ্জিবীত করিবেন।" —(আবু দায়ুদ—২য় খণ্ড)।

(ক্রমশঃ)

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

● The Holy Quran.		Rs. 12·00
● Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
● The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
● Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
● What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
● Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
● The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
● The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
● Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
● The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
● The truth about the split	,,	Rs. 3·00
● The Economic struture of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
● Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs 1·75
● Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
● Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
● The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
● ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
● Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
● ইসলামেই নবুয়াত ঃ	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
● ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs 0·50
● খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
● মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে ও আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে জানিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	আমাদের শিক্ষা	লিখক—হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)
২।	ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আহ্বান	,, ,,
৩।	আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম	,, হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ)
৪।	সুসমাচার	,, আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
৫।	যীশু কি ঈশ্বর ?	,, ,,
৬।	ভূস্বর্গে যীশু	,, ,,
৭।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)	,, ,,
৮।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
৯।	আদি পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত	,, ,,
১০।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	,, ,,
১১।	যীশুর জন্ম কি ২৫শে ডিসেম্বরে ?	,, ,,
১২।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,, ,,
১৩।	হোশান্না	,, ,,
১৪।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,, ,,
১৫।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	,, ,,
১৬।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	,, ,,

প্রাপ্তিস্থান
এ. টি. চৌধুরী
কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স
২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠান

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.